১ নং বিষয়ের বর্ণনা

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কিভাবে নামাজ আদায় করা হয়

www.allnewjobcircular.com

উত্তরঃ

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সারাদেশে করোনায় আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় মসজিদে জামায়াতে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা দিয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে শর্তসাপেক্ষে মসজিদগুলোতে জামায়াতে নামাজের জন্য আবশ্যিকভাবে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পালনের জন্য অনুরোধ করা হল।

১) মাস্ক পরিধান করে সালাত আদায় করতে যেতে হবে ।

২) প্রত্যেককে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে, সুন্নাত নামাজ ঘরে আদায় করে মসজিদে আসতে হবে এবং মসজিদে প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে ।

৩) মসজিদে কমপক্ষে তিন ফিট সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে । প্রয়োজনে এক কাতার ফাঁক রেখে সালাত আদায় করতে হবে।

৪) ঘর থেকে জায়নামাজ নিয়ে সালাত আদায় করতে যেতে হবে

৫) মসজিদে সংরক্ষিত টুপি, জায়নামাজ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

৬) করোনা ভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে প্রার্থনা করতে হবে ।

৭) সালাত শেষে জনসমাগম এড়িয়ে যেতে হবে ।

৮) সালাত শেষে বাসায় ফিরে আসার পর সাবান দিয়ে ভালো করে ২০ সেকেন্ড হাত ধুতে হবে ।

২ নং বিষয়ের বর্ণনা

www.allnewjobcircular.com

সালাতে এক বা দু'রাকাত মাসবুক হলেঃ জামাতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির এক বা তার অধিক রাকাত ছুটে যায়, তাকে 'মাসবুক' বলা হয়। যদি আমি প্রথম রাকাতের রুকুতে শরিক হতে না পারি , তবে ইমামের সঙ্গে বাকি নামাজ আদায় করে শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ে চুপ করে বসে থাকব। এরপর ইমামের উভয় দিকে সালাম ফেরানোর পর আমি আমার ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো আদায় করে নেব।

৩ নং বিষয়ের বর্ণনা

মুসাফির অবস্থায় মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত যেভাবে আদায় করবঃ

কসর আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো- কম করা, কমানো। ইসলামি শরিয়তে কোনো ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল (৭৮ কিলোমিটার) বা তারও বেশি দূরত্বের ভ্রমণে বাড়ি থেকে বের হন, তাহলে তিনি মুসাফির। আর তিনি যদি সেখানে ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করেন, তবে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়বেন।

আল্লাহতায়ালা এই সংক্ষেপ করার মাঝে কল্যাণ রেখেছেন। কোরআনে কারিমে ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা যখন জমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের জন্য নামাজের কসর করায় কোনো আপত্তি নেই।' -সূরা আন নিসা: ১০

বাসস্থান থেকে ৭৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থান কিংবা এরও বেশি দূরত্বে যাওয়ার নিয়তে রওয়ানা হয়ে নিজ এলাকা, গ্রাম বা শহর অতিক্রম করার পর থেকেই সফরের বিধান আরোপিত হবে। এ সময় সফরকারীকে মুসাফির বলে গণ্য করা হবে।

মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় কোনো মুকিম (স্থানীয়) ইমামের পেছনে নামাজের নিয়ত না করলে তার জন্য চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়া জরুরি। এটাকে কসরের নামাজ বলে। এটা ইসলামের নির্দেশ।

কিন্তু মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাজ পূর্ণই আদায় করতে হবে। এগুলোর কসর নেই। তেমনিভাবে সুন্নত নামাজেরও কসর হয় না। তাই আমি কখনো মুসাফির হলে সুন্নত পড়লে পুরোই পড়ব। কারণ বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সফর অবস্থায় সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজগুলো মুকিম অবস্থার ন্যায় আবশ্যক থাকে না; বরং সাধারণ সুন্নতের হুকুমে হয়ে যায়।

পূর্ণ নামাজের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও কারও মনে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, নামাজ বোধহয় পূর্ণ হলো না- এটা ঠিক নয়। কারণ কসরও শরিয়তের নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ হয় না; বরং সওয়াব হয়। সুতরাং আমি মুসাফির হলে চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত পড়ব।

অথবা ৪ নং বিষয়ের বর্ণনা

অসুস্থ হলে নামাজ পড়ব যেভাবে

নামাজ আল্লাহর ফরজ বিধান। প্রতিটি মুমিনের ওপর সর্বাবস্থায় নামাজ আদায় আবশ্যক। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলেও তাকে নামাজ আদায় করতে হবে। তবে তখন নামাজ আদায়ের ধরনের ভিন্নতা আসবে। কিন্তু তার ওপর নামাজ রহিত হবে না। শুধু তিন ব্যক্তির ওপর নামাজ সাময়িক রহিত হয়; অপ্রাপ্তবয়স্ক, মানসিক ভারসাম্যহীন ও ঘুমন্ত ব্যক্তি।

www.allnewjobcircular.com

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পারো তবে বসে নামাজ পড়ো, যদি তা-ও না পারো তবে ইশারা করে নামাজ আদায় করো।' (বুখারি, হাদিস নং:

এ হাদিস থেকে সহজেই বুঝে আসে যে, অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই। বরং নির্দিষ্ট নিয়মে বসে কিংবা ইশারা-ভঙ্গিতে নামাজ আদায় করতে হয়।

আমার ক্ষেত্রে এরূপ হলে আমি অবশ্যই ঈশারায় নামাজ আদায় করব। কিন্তু অন একটি হাদীসে আমি পেয়েছি যে -

" শুধুমাত্র মাথা দিয়ে ইশারা করলেও তা রুকু-সিজদার স্থলাভিষিক্ত বলে বিবেচিত হবে। ইশারা কেবল চোখ বা অন্তরে করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না।" (সুনানে কুবরা, হাদিস নং: ৩৭১৯)

এ ক্ষেত্রে আমার শরীরের উপর নির্ভর করবে। উদ্দীপকের আলোকে আমার যেহেতু আমি দাড়াতে ও বসতে পারিনা সেহেতু আমি অবশ্যই ঈশারায় নামাজ আদায় করব।